দৈনিক বাংলা ১৭

তারিখ ০৪ JUN 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫৫ ... কলাম ... ৭.....

শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের সরকারী অংশের বেতন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই মেরুদণ্ড মজবুত করে গড়ে তোলার তথা মানুষ গড়ার কারিগর। তাই শিক্ষার উন্নয়ন আর সেই স্বার্থে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুস্থভাবে বেঁচে থেকে শিক্ষাদানে সর্ব প্রযত্নে সহায়তাদান রাষ্ট্র সরকারের একটা প্রধান জাতীয় দায়িত্ব। সোজা কথায়, উপযুক্ত ও নিয়মিত বেতন-ভাতা পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে আত্মনিবেদিত হয়ে শিক্ষাদান কর্ম চালিয়ে যেতে পারে এবং তাতে করে সফল করে তুলতে পারে সরকারের শিক্ষা উন্নয়ন প্রচেষ্টা— সে জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের সর্বদা সচেতন থাকা জরুরী প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে আমরা যথাযথ সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করছি।

যাচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মচারীরা তাদের প্রাপ্য সরকারী অনুদানের অংশ নিয়মিত পাচ্ছেন না। মাসের পর মাস তা বকেয়া থাকছে। এখানে উল্লেখ্য যে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতার একটা বড় অংশ বর্তমানে সরকার দিয়ে থাকেন। তা দেন তারা তাদের শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের বেতন-ভাতার এই সরকারী অংশটাই নিয়মিত পান না। এক মাসের বেতন-ভাতা পান তারা ২/৩ মাস বিলম্বে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এ বছর এপ্রিল-মে- এই দুই মাসের সরকারী বেতন এখনও তাদের দেয়া হয়নি। এ অবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা সুস্থভাবে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, তা আশা করা যায় কি করে?

তাই এ ব্যাপারে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং সরকারী বেতন-ভাতার অংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থাসহ গত এপ্রিল-মে মাসের বেতন জুনের প্রথম সপ্তাহেই প্রদানের নির্দেশ দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মনোজিত সেন
সিনিয়র শিক্ষক
হাজী আহমদ উল্লাহ হাই স্কুল
সদর, নোয়াখালী